News Clips Regarding Circle level Emergency Management Exercise 2023
Venue: Katigorah Revenue Circle, Katigorah, Cachar.
Dated: 27/03/2023 to 29/03/2023

সাময়িক প্রসঙ্গ
শিলচর, বৃহস্পতিবার ৩০ মার্চ, ২০২৩

কাটিগড়ায় তিনদিনের দুর্যোগ মোকাবিলার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কাছাড় জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক যুবরাজ বরঠাকুর।

সানু চৌধুরী

বানাইমুল্লা, ২৯ মার্চ : বন্যা সহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় জনমনে সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট কর্মকর্তা, সামাজিক সংগঠন, পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, স্কুলশিক্ষক, শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কর্মী, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবির সম্পন্ন হল। বুধবার পূর্ব কাটিগড়ার সিদ্ধিপুর শিয়ালটেক বন বিভাগের অফিস সংলগ্ন বরাকনদীতে নৌকা ডুবা ও নদীর জলে আবদ্ধ ব্যক্তিদের উদ্ধার করা নিয়ে কাটিগড়া সার্কল ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির উদ্যোগে ও ডিস্ট্রিক্ট ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এবং অসম স্টেট ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সহযোগিতায় এক মকড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মকড্রিলে উপস্থিত ছিলেন কাটিগড়ার সার্কল অফিসার মিনার্ভা দেবী আরাম্ভাম, ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টেট প্রোজেক্ট অফিসার ড. কৃপালজ্যোতি মজুমদার, বিএসএফের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট এনএস তনাওত, এনডিআরএফ এক বি এনের ইন্সপেক্টর রওশন কুমার সিং সহ ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট, বিএসএফ, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, আপদামিত্র, সামাজিক সংগঠনের কর্মী, পুলিশ, ভিডিপি, এনজিও, স্বাস্থ্য বিভাগের দল। বন্যার সময় কিভাবে বিপদের সঠিক সময়ে লাইন ডিপার্টমেন্ট একজোট হয়ে কাজ করতে হয় এবং বিপদের সম্মুখীন লোকজনদের উদ্ধার করা হয় এর বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিল। তবে কেউই আহত হননি। সম্পূর্ণটাই ছিল মকড্রিল। এ ঘটনা নিয়ে গোটা কাটিগড়া জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। বরাকনদীর উভয় তীরে উপচে পড়া ভিড় ছিল। অনেকেই এ ঘটনা বাস্তব মনে করেছিলেন। কিন্তু না, এটা ছিল একটি সচেতনতার মকড্রিল। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাছাড় জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক যুবরাজ বড়ঠাকুর। তিনি সবাইকে বিপদের সঠিক সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরকে সুন্দর ও সাফল্য মণ্ডিত করায় লাইন ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা ও সামাজিক সংগঠন, প্রসাশনের কর্মকর্তাদের সাধুবাদ জানান।

দুর্যোগ থেকে বাঁচতে সচেতনতার সঙ্গে সতর্কতাও জরুরি : এডিসি

অমলেন্দু মালাকার, কাটিগড়া, ২৯ মার্চ : গত বছরের দু'দফার বন্যা আমাদের অনেক কিছুই শিখিয়েছে। স্বজন হারানোর ব্যথা এখনও যেমন কাঁদিয়ে চলেছে অনেককে, তেমনি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বহু পরিবারের। তবে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও এসডিআরএফ, এনডিআরএফ সহ সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে অনেক কিছু রক্ষে হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনুমান অনুযায়ী কম হয়েছে। বছর পেরিয়ে ফের বর্ষার মরশুম দোরগোড়ায়, ইদানীং বৃষ্টি নাগাড়ে হচ্ছে। বিশেষ করে মে-জুন মাসে বৃষ্টির মাত্রা বেড়ে যাবে। ফলে আগাম প্রস্তুত থাকতে হবে। সচেতনতার সঙ্গে সতর্কতা বজায় রেখে চলতে হবে। এতে প্রকৃতির রোষানল থেকে হয়তো মিলতে পারে পরিত্রাণ।

সচেতনতা শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক যুবরাজ বরঠাকুর। বুধবার, কাটিগড়ায়।

বুধবার কাটিগড়া সার্কল

এরপর আটের পাতায়

দুর্যোগ থেকে বাঁচতে সচেতনতার সঙ্গে সতর্কতাও জরুরি : এডিসি

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির উদ্যোগে ও ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এবং অসম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সহযোগিতায় তিন দিনের সচেতনতা অভিযান তথা প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এমনই বার্তা দিলেন কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সিইও যুবরাজ বরঠাকুর। সিদ্ধেশ্বর প্রগতি সংঘের মিলনায়তনে তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এডিসি বরঠাকুর সহ সার্কল অফিসার মিনার্ভা দেবী আরাম্ভাম, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টেট প্রোজেক্ট অফিসার ড. কৃপালজ্যোতি মজুমদার, এনডিআরএফ ১ বিএনের ইনস্পেক্টর রৌশন কুমার সিং বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীন বিভিন্ন বিভাগের কর্মী-আধিকারিকের সার্বিক সহযোগিতায় দুর্যোগের সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলা কিছুটা হলেও সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। তবে এর জন্য সবাইকে একজোট হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে পরিত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তিনদিনের প্রশিক্ষণ সহ সচেতনতামূলক সভা, মকড্রিল, দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কলাকৌশল নিয়ে অনুষ্ঠিত শিবির থেকে অনেক কিছুই রপ্ত করেছেন সবাই। এখন শুধু প্রস্তুত থাকার পালা।

এ দিন শিবিরে অংশগ্রহণকারী ২৫০ জনকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শংসাপত্র তুলে দেন অতিথিরা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট অফিসার শামীম আহমেদ। প্রসঙ্গত, সমাপ্তি অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে বরাক নদীতে দুর্যোগ মোকাবিলার বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শন করেন এনডিআরএফের সেনা জওয়ানরা। এসডিআরএফ, রাজ্য ফায়ার অ্যান্ড ইমারজেন্সি সার্ভিসের জওয়ানরাও বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শন করেন। কাছাড় জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি কাটিগড়া সার্কল প্রশাসনের প্রশাসনিক কর্মী-আধিকারিক ও বিভিন্ন সহকারী দফতরের কর্মী, আধিকারিক সহ বিভিন্ন ক্লাব-সংগঠনের যুবা প্রতিনিধি, গ্রামরক্ষী বাহিনীর পদাধিকারীরা মকড্রিলে অংশগ্রহণ করেন।

র | ক

কাটিগড়ায় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবির

‘সতর্কতা-সচেতনতায়ই মিলতে পারে দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ’

অমলেন্দু মালাকার

কাটিগড়া, ২৭ মার্চ : গত বছর ভয়াবহ বন্যার রাক্ষুসে আগ্রাসনে শহর থেকে মফঃস্বল, রাজপথ থেকে গ্রামের মেঠোপথ— সর্বত্রই যেন হাহাকার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। বন্যার ভয়াবহতা মানুষকে জীবন-মৃত্যুর কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সেই স্মৃতি এখনও তাজা। ২০২২ সালের দু'দফার বন্যায় ত্রাহি ত্রাহি শুরু হয়েছিল। এগিয়ে এসেছিলেন এসডিআরএফ, এনডিআরএফ সহ সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের সাহসী যোদ্ধারা। নেতৃত্বে অবশ্যই ছিল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। বছর পেরিয়ে ফের বর্ষার মরশুম দোরগড়ায়। দুর্যোগ বলে-কয়ে আসে না। ফলে আগাম প্রস্তুত থাকতে হবে সবার। সচেতনতার সঙ্গে সতর্কতাও বজায় রাখতে হবে। এতেই মিলতে পারে পরিত্রাণ। সোমবার কাটিগড়া সার্কল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির উদ্যোগে ও ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এবং অসম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সহযোগিতায় তিন দিবসীয় সচেতনতা অভিযান তথা প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমনই বার্তা দিলেন উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তারা।

তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রদীপ জ্বেলে উদ্বোধন করছেন কাটিগড়ায় বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার। রয়েছেন অন্য বিশিষ্টজনেরা। সোমবার। ছবি : প্রতিবেদক।

সিদ্ধেশ্বর প্রগতি সংঘের মিলনায়তনে কাটিগড়ার বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার, সার্কল অফিসার মিনর্ভা দেবী আরাম্ভাম, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টেট প্রোজেক্ট অফিসার ড. কৃপালজ্যোতি মজুমদার, নেহরু যুবকেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর মেহবুব আলম লস্কর, বিএসএফের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট এন এস তনাওত, এনডিআরএফ ১ বিএনের ইন্সপেক্টর রৌশন কুমার সিং সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগের কর্মী-আধিকারিকের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে সূচনা ঘটে তিন দিবসীয় শিবিরের।

এ দিন দুর্যোগের সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় একজোট হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার ওপর আলোকপাত করা হয়। পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ সহ সচেতনতামূলক সভা, মকড্রিল সহ দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কলাকৌশল নিয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে এই তিন দিনের দীর্ঘ কার্যক্রমে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার, সিও মিনর্ভা দেবী আরাম্ভাম ও এসপিও ড. কৃপালজ্যোতি মজুমদার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট অফিসার শামিম আহমদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অমলেন্দু মালাকার।

প্রসঙ্গত, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ট্রাক ১ থেকে ট্রাক ৪ পর্যন্ত দুর্যোগ মোকাবিলার বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শন করেন এনডিআরএফের সেনা জওয়ানরা। এসডিআরএফ, রাজ্য ফায়ার অ্যান্ড এমারজেন্সি সার্ভিসের জওয়ানরাও বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শন করেন। এ দিন কাছাড় জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি কাটিগড়া সার্কল প্রশাসনের প্রশাসনিক কর্মী-আধিকারিক ছাড়াও বিভিন্ন সহকারী বিভাগের কর্মী-আধিকারিক সহ বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠনের যুবা প্রতিনিধি সহ গ্রামরক্ষী বাহিনীর পদাধিকারীরাও অংশগ্রহণ করেন। মঙ্গল ও বুধবার যথারীতি সচেতনতা অভিযান সহ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মকড্রিল এবং বিদায়ী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির কাটিগড়া সার্কলের ফিল্ড অফিসার বিশাল চক্রবর্তী।

দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে তিনদিনের সচেতনতা অভিযান ও প্রশিক্ষণ শিবির শুরু কাটিগড়ায়

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন কাটিগড়ার বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার।

সানু চৌধুরী

বানাইমুল্লা, ২৭ মার্চ : কাটিগড়া সার্কল ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির উদ্যোগে ও কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এবং অসম স্টেট ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সহযোগিতায় তিনদিনের সচেতনতা অভিযান ও প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। সোমবার সিদ্ধেশ্বর প্রগতি সংঘের মিলনায়তনে কাটিগড়ার বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার, সার্কল অফিসার মিনর্ভা দেবী আরাম্ভাম, ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টেট প্রোজেক্ট অফিসার ড. কৃপালজ্যোতি মজুমদার, নেহরু যুবকেন্দ্রের ডিপুটি ডিরেক্টর মেহবুব আলম লস্কর, বিএসএফের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট এনএস তনাওত, এনডিআরএফ ১ বিএনের ইন্সপেক্টর রৌশনকুমার সিং সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীন বিভিন্ন বিভাগের কর্মী-আধিকারিকের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে সূচনা ঘটে শিবিরের। এদিন দুর্যোগের সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় একজোট হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার উপর আলোকপাত করা হয়। তিনটি স্থানে সেই প্রশিক্ষণ চলে। কাটিগড়ার সার্কল অফিস চত্বর, সিদ্ধেশ্বর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ও প্রগতি সংঘে। পর্যায়ক্রমে তিনদিন প্রশিক্ষণ সহ সচেতনতামূলক সভা, মকড্রিল সহ দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কলাকৌশল নিয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে এই তিনদিনের দীর্ঘ কার্যক্রমে। এদিন বক্তব্য রাখেন বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার, সিও মিনর্ভা দেবী আরাম্ভাম ও এসপিও ড. কৃপালজ্যোতি মজুমদার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট অফিসার শামীম আহমদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক অমলেন্দু মালাকার। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন সরকারি আমলা, কাটিগড়ার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, স্কুল-কলেজের ছাত্র, গ্রামরক্ষী বাহিনী, পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জোয়ানরাও সেই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ২০০-র অধিক লোকসমাগম ঘটে তিনটি স্থানের প্রশিক্ষণে। মঙ্গল ও বুধবার অনুরূপভাবে একই স্থানে সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে চলবে বলে জানান বিশাল চক্রবর্তী।

গতি দৈনিক
বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ, ২০২৩, শিলচর

বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের কর্তার উপস্থিতিতে বরাক থেকে ১৩ জনকে উদ্ধারের মহড়া!

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ৩ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির সম্পন্ন

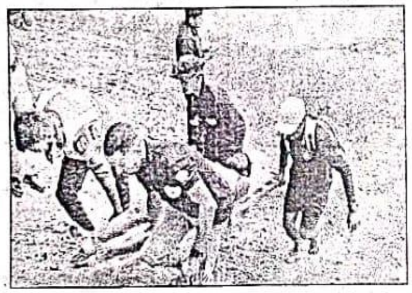

প্রথম ছবিতে চলছে জলে ডোবাদের উদ্ধারের মহড়া। দ্বিতীয় ছবিতে অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। কাটিগড়ায়, বুধবার।

শমীন্দ্র পাল, কাটিগড়া, ২৯ মার্চ : বরাক নদীর জলে ডুবে গেছেন মোট ১৩ জন, নিহত হয়েছেন ২ জন ও গুরুতর আহত হয়েছেন দুজন। ঘটনাটি বুধবার দুপুর ১২ টা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে কাটিগড়ার শিয়ালটেক ফরেস্ট বিট সংলগ্ন বরাক নদীতে। নদীতে ডুবে যাওয়াদের উদ্ধারের জন্য শুরু হয় বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের ছুটোছুটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন সার্কল অফিসার মিনার্ভা দেবী আরাম্ভাম। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টেট প্রোজেক্ট অফিসার ডঃ কৃপালজ্যোতি মজুমদার, নেহরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর মেহবুব আলম লস্কর, বিএসএফের অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট এনএস তনাওত, এনডিআরএফের বিএনের ইন্সপেক্টর রওশনকুমার সিং প্রমুখ।

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, ইউনিসেফ, বিএসএফ, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, আপদামিত্র, পুলিশ, ভিডিপি, এনজিও, স্বাস্থ্য বিভাগের দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অবশেষে ১৩ জনকে নদী থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। এদের মধ্যে দুজন হত ও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা জানান।

তবে এসবকিছুই ছিল সাজানো প্রেক্ষাপট। বাস্তবে কাটিগড়া সার্কল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির উদ্যোগে ও ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এবং অসম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সহযোগিতায় তিনদিনের সচেতনতা অভিযান তথা প্রশিক্ষণ শিবিরের একটি অংশ ছিল। কীভাবে বিপদের সময় একজোট হয়ে কাজ করতে হয় এবং বিপদের সম্মুখীন মানুষদের উদ্ধার করা হয়, এর বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিল এটা। তাই এই প্রশিক্ষণে কেউই হতাহত হননি। এই প্রশিক্ষণে ট্র্যাক টু'র প্রশিক্ষণার্থীরা অংশ নিয়েছিলেন।

গত সোমবার থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। বুধবার ট্র্যাক থ্রি এবং ফোরের প্রশিক্ষণার্থীরা কাতিরাইল অম্বিকাচরণ হাইস্কুলে পৃথক অভিযানে অংশ নেন। সেখানে বন্যা পরবর্তী সময়ে কিংবা বন্যা চলাকালীন কিভাবে বন্যার্তদের উদ্ধারের পর তাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ সহ তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাছাড়া উপস্থিত বন্যাক্রান্ত যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রীও বণ্টন করা হয়।

ওই সময়ে ট্র্যাক ওয়ানের প্রশিক্ষণার্থীদের সার্কল অফিসের কনফারেন্স হলে প্রশিক্ষণ চলছিল। দুপুরে আহারের পর আড়াইটায় সবকয়টি ট্র্যাকের প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে সিদ্ধেশ্বর প্রগতি সংঘের মিলনায়তনে তিনদিনের প্রশিক্ষণ পর্বের সমাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাছাড়ের এডিসি যুবরাজ বড়ঠাকুর। তিনি আগামী বর্ষার মরশুমে নদীতে জল ঊর্ধ্বগামী হলে বা বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হওয়ার ফলে এলাকার জলবন্দিদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে বিশদ তুলে ধরেন।

এদিন অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এনডিআরএফের বিএনের ইন্সপেক্টর রওশনকুমার সিং, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টেট প্রোজেক্ট অফিসার ডঃ কৃপালজ্যোতি মজুমদার প্রমুখ। তিনদিনের প্রশিক্ষণে প্রত্যেক দিনই তিন শতাধিক করে প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিয়েছেন বলে জানান ফিল্ড অফিসার বিশাল চক্রবর্তী। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট অফিসার শামিম আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন সার্কল অফিসার মিনার্ভা দেবী আরাম্ভাম, ফিল্ড অফিসার বিপ্রজিত পালচৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে কাটিগড়া সার্কল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ডিডিএমএ, এএসডিএমএ, ইউনিসেফ এবং এনডিআরএফের পক্ষে সচেতনতা অভিযান ও প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।